# সারসংক্ষেপ

## ১. গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম (Title of the research work) :

লীলা মজুমদারের ছোটগল্প : শিশুমনের প্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণী পাঠ

## ২. বিষয় বিবরণী (Statement of the problem /area of the subject ) :

ছোটদের জন্য সাহিত্য— শুনতে যতটা সহজ বলে মনে হয়, কাজের ক্ষেত্রে বিষয়টি ততই জটিল। এইক্ষেত্রে সাহিত্যের গুণাগুণ, তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের তুলনায় সাহিত্যিকের অধিক দায় থাকে শিশুদের মধ্যে নৈতিকবোধ তৈরির ক্ষেত্রে, সমাজ তথা জীবনের বাস্তবের সাথে শিশুদের পরিচিত করানোর, তাদের মনে জাগা হাজারো রকমের 'কি-কেন-কিভাবে হয়' সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এবং সর্বোপরি শিশুদের মনে সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যপ্রীতির জাগরণ ঘটানোর।

দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়, রোজ প্রকৃতিতে শিশুরা যা দেখে, তাদের ভালোলাগার এবং কৌতুহলের বিষয়গুলি উঠে আসে লীলা মজুমদারের ছোটোগল্পে। শিশুরা তাই তাঁর গল্পগুলির সাথে খুব সহজেই একাত্ম হতে পারে। বিশ শতকে দাঁড়িয়ে, বিশেষত দুই বিশ্বযুদ্ধে ধ্বস্ত সময়ে শিশুদের জগত, তাদের ভবনাও যে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে, তারা যে আর নিছক ছেলেমানুষ থাকছে না— এই পরিবর্তিত শিশুমনকে মাথায় রেখে ছোটোগল্পে তার যথাযথ প্রয়োগ আদৌ লীলা মজুমদারের গল্পে দেখা যায় কিনা— এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

একাদেমী পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, দেশিকোত্তম সম্মান, কলকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধিপ্রাপ্ত এই অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সমান প্রাসঙ্গিক কিনা তা আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

## ৩. প্রস্তাবিত গবেষণা বিষয়ে এযাবৎ গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (A brief overview of literary work already done in area of the proposal) :

রায় পরিবারের একজন যোগ্য উত্তরসূরি লীলা মজুমদার। তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা এবং শিশুমনস্তত্ত্বকে সামনে রেখে লেখা ছোটগল্পের এক সার্থক রূপকার তিনি। আমাদের নির্বাচিত সাহিত্যিককে নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও তাঁর ছোটগল্পে শিশুমনের উপস্থিতি নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা এখনও চোখে পড়েনি। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ড. মহুয়া ভট্টাচার্য "বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিবর্তন ১৯৫০-২০০০" শীর্ষক এক গবেষণা করেছেন। সেখানে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিশু সাহিত্যিক হিসেবে লীলা মজুমদারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। ড. মৌসুমি ধর তাঁর গবেষণায় "উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) এবং লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) : বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের এই তিন মুখ্য স্রষ্টার রচনাবস্তুর তুলনামূলক মূল্যায়ন ও সমীক্ষা" প্রসঙ্গে বিষয়ভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অপর এক গবেষক মৌপিয়া মুখার্জি তাঁর "নারীনিসর্গনীতির আতসকাঁচে লীলা মজুমদার এবং চিনুয়া আচারির নির্বাচিত রচনায় শিশুসাহিত্যে লিঙ্গবৈষম্য ও পরিবেশ" নামক গবেষণা প্রবন্ধে আংশিক ছোটগল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। "কোরক" সাহিত্য পত্রিকা তাঁর জন্মশতবর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে জানুয়ারি ২০০৭ সালে একটি লীলা মজুমদার সংখ্যা প্রকাশ করে এবং লীলা মজুমদারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে বেশ কিছু পত্রিকা তাঁর সাহিত্যজীবন কেন্দ্রিক আলোচনা করেছিল। সেইসকল পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর ছোটোগল্পের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এইগুলি বাদ দিয়ে লীলা মজুমদারের শিশুমনের প্রেক্ষিতে ছোটোগল্পে সামগ্রিক আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। প্রায় এক শতক ধরে কীভাবে অজস্র ছোটগল্পে সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি ছোটোদের ভূবনকে তুলে ধরেছেন অথচ অসংখ্য শিশুসাহিত্যিকের ভীড়ে হারিয়ে না যেয়ে নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমার কাজের মূল কৌতুহলের বিষয়।

## ৪. গবেষণা প্রকল্পের রূপরেখা (Research Hypothesis) :

প্রস্তাবিত বিষয়টিকে আমরা ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধাতে পৌঁছানোর কথা ভেবেছি ।

## ৫. অধ্যায় বিভাজন (Chapterisation) :

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : **পারিবারিক ঐতিহ্য ও লীলা মজুমদার**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **শিশু মনস্তত্ত্ব ও লীলা মজুমদার**

তৃতীয় অধ্যায় : **বিজ্ঞানভাবনা, শিশুমন ও লীলা মজুমদার**

চতুর্থ অধ্যায় : **পশু ও প্রকৃতিপ্রেম, শিশুমন ও লীলা মজুমদার**

পঞ্চম অধ্যায় : **অনন্য ভূতভাবনা, শিশুমন ও লীলা মজুমদার**

ষষ্ঠ অধ্যায় : **লীলা মজুমদারের শিশুতোষ ছোটোগল্পের উপস্থাপনভঙ্গী**

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়

# পারিবারিক ঐতিহ্য ও লীলা মজুমদার

শিশুসাহিত্যকে নিয়ে নতুন ভাবে ভাবার, শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের একজন হয়ে তাদেরই পছন্দসই বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে শিশুসাহিত্যকে সাজানোর মাধ্যমে এক নতুন পথের দিশা দেখিয়ে গেছে রায় পরিবার। আজকের গ্যাজেট সর্বস্ব যুগে দাঁড়িয়েও তাদের সাহিত্যকীর্তিকে ব্রাত্য বলে সরিয়ে রাখার স্পর্ধা নেই বাঙালির। লীলা মজুমদার তাঁদেরই একজন। গল্প লেখা সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি— "গল্পের মহড়া এর অনেক আগেই আরম্ভ হয়ে গেছিল। এর জন্য বাইরের সাহায্য দরকার পড়েনি।" বাড়ির কমবেশি সকলেই ছোটদের জন্য লেখালেখি করেন; বাবা প্রমদারঞ্জন, জ্যাঠা কুলদারঞ্জন, দিদি সুখলতা রাও সকলেই সেই সময়ের স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক। বিশেষত বড়দা সুকুমার রায় ও মেজো জ্যাঠামশায় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী শিশুসাহিত্যকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই পারিবারিক ঐতিহ্য লীলা মজুমদারের কলমকে আরও মজবুত হতে নিরন্তর সাহায্য করে গেছেন। রায় পরিবার আমাদের শিখিয়েছে শিশুমনের চিরাচরিত কৌতুহলের পরিতৃপ্তির সাথে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে জীবনকে চেনার জানার দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করার জন্য শিশুসাহিত্যকে নীতিগল্প হতে হবেনা। পূর্বজদের সেই প্রবণতা লীলা মজুমদারের গল্পে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে— এই অধ্যায়ে আমরা তা খোঁজার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

## শিশু মনস্তত্ত্ব ও লীলা মজুমদার

Lynch-Brown তাঁর "Definition of Children's Literature: Essentials of Children's Literature" বইয়ে শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলছেন—

"Children's literature is a powerful method to instruct children about what is happening in the world, by themselves, and by other. Children's literature encourages children to do brain storming thinking, creation, enrich their language and develop their information background and their personal character. Respectable children literature upgrade children thinking and broadening their cognitive background, develop their understanding and imagination, and enabling them to grow in better communication skills and respect for others."

লীলা মজুমদারের ছোটোগল্পগুলিতে শিশুদের বৌদ্ধিক, সৃজনশীল ও চিন্তন ক্ষমতা বিকাশের এই সবকয়টি উপাদানই লক্ষ্য করা যায় কিনা তা অনুসন্ধানযোগ্য। তাঁর গল্প কেবলমাত্র বিনোদনের উপকরণ হয়েই থেকে যায়, না তা শিশুমনের নানা জিজ্ঞাসা, কৌতুহলের অবসান ঘটাতে সক্ষম তাই এই অধ্যায়ের বিচার্য বিষয়।

এইভাবে সামগ্রিকভাবে লীলা মজুমদারের ছোটোগল্পের ভূবন শিশুদের বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে কীভাবে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেয় তা এই গবেষণাকর্মের মূল অন্বেষণের ক্ষেত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

## বিজ্ঞানভাবনা, শিশুমন ও লীলা মজুমদার

কল্পবিজ্ঞান ও শিশুদের মনে বিজ্ঞানচেতনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বেশকিছু গল্পগ্রন্থ লিখছেন তিনি। উপেন্দ্রাকিশোর রায়চৌধুরির মতোই লীলা মজুমদার মনে করতেন— "ছোটরা বইয়ে যা পড়ে, তার প্রায় সবই বিশ্বাস করে। কাজেই ভুল তথ্য উপস্থিত করলে তাদের ক্ষতি

করা হয়।" এই ভাবনা নিয়েই লেখা "আকাশ ঘাঁটি" গল্পে দেখা যায় সুস্থ পরিবেশে ছয়টি ঋতুই সময় মেনে আসে যায় এবং তাদের বৈচিত্র্য সেখানের বাসিন্দাদের মুগ্ধ করে, যা স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান পৃথিবীতে দুর্লভ, কিন্তু ছোটোদের মন তা পেতে চায়। আবার 'সিঁড়ি' ও 'তদন্ত' গল্পে দেখা যায় পৃথিবীর মানুষের দুঃখ, অভাব, অনটন দূর করতে তৎপর হচ্ছে ভিনগ্রহের বাসিন্দারা। 'তদন্ত' গল্পের অতিমানব চরিত্রের কথা মানুষের মুখে বসিয়ে তিনি বলছেন—

> "ওরা বলছিল দুচোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে হয় আর তৃতীয় চোখ দিয়ে নিজের মনকে।"

এই তৃতীয় নয়ন ভাবনার মধ্য দিয়ে 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ'— এই চিরাচরিত তর্কের অবসান তাঁর গল্পে পরিলক্ষিত হয় কি? মূলত বড়দের মতো গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা আবিষ্কার নির্ভর গল্প নয়, এই বিভাগের গল্পে তিনি সহজ সরল ভাষায় যুক্তি দিয়ে শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিষয়ে শিশুদের কতটা উৎসাহিত ও আগ্রহী করে তুলছেন, তার অনুসন্ধান থাকবে এই অধ্যায়ে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## পশু ও প্রকৃতিপ্রেম, শিশুমন ও লীলা মজুমদার

শিলং-এ শৈশব কাটানোর ফলস্বরূপ প্রকৃতিকে অনেক কাছের থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল লীলা মজুমদারের। গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রতিফলন তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক গল্পগুলি। প্রকৃতির অপূর্ব রূপমুগ্ধতা এই বিষয়ক গল্পগুলির মূল বৈশিষ্ট্য। পাহাড়, নদী, ঝরনা— লীলার বর্ণনাগুণে ছবির মতো করে ধরা দেয়। সেখানে যেমন প্রজাপতির জন্মকথা জানা যায়, তেমনই জানা যায় মনুষ্যেতর জীবেরা নিজেদের আত্মরক্ষার উপায় নিজেরাই খুঁজে নেয়, যেমন করে 'বড়োপানি' গল্পের ছোটো পোকাটি নিজের চারিদিকে ফেনার মতো আস্তরণ তৈরি করে রাখে। কীটপতঙ্গের জীবনের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের কথাও তাঁর গল্পজগতে স্থান পেয়েছে বাঘের বা বিড়ালের বা হাতির গল্প সংকলনগুলিতে। এই সংকলনগুলিতে কোথাও তাদের নিয়ে প্রচলিত হিংস্রাত্মক কাহিনি স্থান পায়নি। তাহলে কি গল্পগুলিতে প্রকৃতির নানা বিচিত্র কর্মের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ ও বন্যপশু বিষয়ে অন্যরকম

কোনো চিন্তার জাগরণ শিশুমনে জাগাতে চান লীলা মজুমদার? এই অধ্যায়ে এই বিষয়ের অনুসন্ধান থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

## অনন্য ভূতভাবনা, শিশুমন ও লীলা মজুমদার

সুকুমার সেন তার 'গল্পের ভূত' বইতে ভূতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন "ভূত তদভব অর্থে হল যা ফুরিয়ে গেছে কিন্তু যার আদল লুপ্ত হইনি।...ভূত তাই যেন মরা মানুষের না মরা ছাঁচ।" আমাদের মনের মধ্যে 'ভূত' কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুলোর মতো দাঁত, ভাঁটার মতো চোখ, হাড় বেরোনো বীভৎস এক চেহারার উদয় হয়। এই তথাকথিত ভূতের যে ছাঁচ, এই ছাঁচের পরিবর্তন করেছেন লীলা মজুমদার। 'হারু হরকরার একগুঁয়েমি' 'পাঠশালা' প্রভৃতি গল্পের ভূত আদর্শবাদী; 'আকাশ পিদ্দিম' গল্পের ভূত মানুষের ইচ্ছাপূরণ করে। আবার অন্যদিকে 'দজ্জাল বউ' গল্পের ভূত মানুষকেই ভয় পায়। তাঁর 'তোজো' গল্পের মতো কোন কোন গল্পে শুধুমাত্র মানুষ ভূত নয়, অন্যান্য প্রাণীদের ভূতেরও দেখা মেলে। এইভাবে ভুতেদের উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে লীলা মজুমদার শিশুদের মনে ভৌতিক আতঙ্ক কাটানোর চেষ্টাই করেছেন নাকি ভুতেদের মাধ্যমে শিশুদের কোনো শিক্ষা দান করার প্রয়াস করেছেন— এই অধ্যায় সেইদিকে দিশা দেখাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

## লীলা মজুমদারের শিশুতোষ ছোটোগল্পের উপস্থাপনভঙ্গী

উপস্থাপনভঙ্গী সাহিত্যিককে বিশেষত্ব দান করে। প্রতিটি সাহিত্যিকের গল্পবলার কৌশল, ভাষা, শব্দচয়ন ও প্রয়োগ একইবিষয়ে লেখা একাধিক গল্পকে পৃথক মাত্রা দেয়। এই উপস্থাপনভঙ্গীই সাহিত্যিকের পরিচয়পত্রের কাজ করে থাকে। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উপস্থাপনভঙ্গীর গুরুত্ব আরও একধাপ এগিয়ে। প্রকৃতপক্ষে শিশুসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য শিশুদের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে সাহিত্যপাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে শিশুসাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনাশৈলী নির্ধারণ করলে তা শিশুদের উপজীব্য হয়ে ওঠে। Maxim Gorky তাঁর "On Themes, On Literature" গ্রন্থে শিশুসাহিত্য বিষয়ে লিখেছিলেন— "To successfully create

fiction and educative literature for children we need to following: first, writers of capable of writing simply, interestingly and meaningfully."

অর্থাৎ, গল্প লেখার কৌশলে থাকতে হবে সহজবোধ্যতা ও সরলতা। একইসাথে তা যেন পরবর্তী অংশ পড়ার জন্য আগ্রহ তৈরী করে।

শিশুদের উপযোগী রচনাশৈলী লীলা মজুমদারের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত। পরিবর্তিত সময়, নিজস্ব জীবনবোধ তাঁকে এই বিষয়ে আরও অভিনব করে তুলেছে। একইসঙ্গে সাবলীল ভাষা, লোকপ্রচলিত শব্দ— 'বদ্যিনাথের বড়ি' গল্পে 'কদ্দিন, কিচ্ছু, কক্ষণো, কোত্থাও', 'ভুতের ছেলে' গল্পে 'জোরসে চেল্লাচ্ছে'; বারবার একই শব্দবন্ধের ব্যবহার (যা শিশুদের মুখের কথায় দেখতে পাওয়া যায়), ছন্দ মিলিয়ে শব্দের ব্যবহার- 'অঙ্ক' গল্পে 'বই-ফই', 'বিস্ময়' গল্পে 'ভুতফুত' 'বাসনকোসন', গুপের বাহাদুরি'তে 'চিঠি-ফিটি' ইত্যাদি কথাবলার ঢঙ্গে শিশুমনস্তত্বকে গুরুত্ব দেওয়া তাঁর গল্পকে করে তোলে অনন্য। শিশুদের ব্যবহৃত অর্থহীন নতুন নতুন শব্দ যেমন 'গুপের বাহাদুরি' গল্পে 'প্যাঙাশপানা', তাদের উচ্চারণে একটি শব্দের অন্য রূপধারণ যেখানে 'পেনসন' হয়ে যায় 'পেনসিল', 'রেজেস্ট্রি' হয় 'রেজেস্টারি' ইত্যাদি তাঁর গল্পের এক চেনা আঙ্গিক। এরইসাথে সমসাময়িক শিশুদের কথায় বাংলা শব্দের পাশাপাশি হিন্দী বা ইংরেজি শব্দের ব্যবহারকে বাদ দিয়ে লীলা মজুমদার তাঁর ভাষাকে ত্রুটিমুক্ত করতে চাননি— 'হুলোর হিল'এ 'পপুলার', 'স্পাই' গল্পে 'স্পাই', 'চোরের স্যাঙাত' গল্পে 'ফ্রেন্ড', 'গুপের বাহাদুরি'তে 'স্টুপিড' 'ননসেন্স' ইত্যাদি। অধিকাংশ গল্পের সূচনা হয় জমজমাট, যা পাঠককে গল্পের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়; আর গল্পের শেষে দেখা যায় সবই ফাঁকি। এসবের মাধ্যমে শিশুমনের উপযোগী করে নতুন উপস্থাপনভঙ্গীর উদ্ভাবন দেখা যায় কিনা, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলি আলোচিত হবে।